ভূমিকা

অষ্টাদশ শতকের অর্ধবঙ্গেশ্বরী রাণী ভবানীর স্মৃতি বিজড়িত বিদগ্ধ প্রকৃতি প্রেমী কবি জীবনান্দ দাশের কল্পলোকের প্রেয়সী বনলতা সেন, রসনাতৃপ্ত সু-স্বাদু অবাক সন্দেশ, কাঁচাগোল্লা আর দৃষ্টি নন্দন অপূর্ব কারুকার্য্য খচিত উত্তরা গণভবন খ্যাত ঐতিহ্যবাহী নাটোর জেলার ছোট একটি উপজেলা বাগাতিপাড়া। মালঞ্চি রেলওয়ে ষ্টেশনের ২ কিঃ মিঃ পশ্চিমে বড়াল নদীর পূর্ব তীরে বাগদী পাড়া নামক স্থানে নাটোর সদর থানার দক্ষিণে মাত্র ৫ টি ইউনিয়ন যথাক্রমে পাঁকা,জামনগর,বাগাতিপাড়া,দয়ারামপুর ও ফাগুয়াড়দিয়াড় ইউনিয়ন নিয়ে ১৯০৬ সালে বাগতিপাড়া পুলিশ ষ্টেশন স্থাপিত হয়। প্রথমে থানার নাম ছিল বাগদী পাড়া। কথিত আছে তৎকালিন রেনউইক কম্পানী এবং নীলকর সাহেবগণ স্থানীয় বাগদীদের দ্বারা প্রজাদের উপর অত্যাচার ও নীপিড়ন চালাত। যার ফলে তাদের প্রতি ঘৃণার নিদর্শন স্বরূপ বাগদীপাড়া পুলিশ ষ্টেশনের নাম করন করা হয় বাগাতিপাড়া। এর পর ১৯৬২ সালে মালঞ্চি রেলওয়ে ষ্টেশনের ০.৭ কিঃ মিঃ দক্ষিণে রেল লাইনের পশ্চিম পার্শ্বে বড়াল নদীর উত্তর তীরে ১৬ একর ৭৭ শতাংশ অপেক্ষাকৃত নিঁচু জমিতে থানা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কেন্দ্র (টিটিডিসি) স্থাপিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৮৩ সালে ১৫ এপ্রিল প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণের ধারাবাহিকতায় মান উন্নীত থানা বাগাতিপাড়া উপজেলায় রূপান্তরিত হয়।

উপজেলার আয়তন প্রায় ১৪০.৫৯ বর্গকিলোমিটার। মোট আবাদী জমির পরিমান ১০৯৩০ হেক্টর। এ উপজেলার অধিকাংশ জমি উর্বর। ফলে স্থানীয়ভাবে খাদ্যের চাহিদা পূরণসহ দেশের অন্যান্য জেলায় উৎপাদিত কৃষি পণ্য সরবরাহ করা হয়। এখানে সব ধরনের ফসল চাষ হয়। কৃষি উপকরন সর্বোচ্চ মাত্রায় ব্যবহার হয় এখানকার কৃষিতে। এ জনপদের কৃষকগণ দেশের আর সব এলাকার কৃষকের মতো কেবল পারিবারিক ভরন পোষন চালানোর মতো দায়সারা গোছের কৃষি কাজ করেন না। তারা কৃষিকে দেখেন বানিজ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে। তাই আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি গ্রহনে তারা অগ্রগামী। বাগাতিপাড়ার মাটি বহুমুখী ফসল চাষের জন্য ভীষণ উপযোগী। সেই সাথে বেড়েছে কৃষিকাজে প্রযুক্তির ব্যবহার। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের দায়িত্ব হলো সকল শ্রেনীর চাষীদেরকে তাদের চাহিদা ভিত্তিক ফলপ্রসু ও কার্যকর সম্প্রসারণ সেবা প্রদান করা যাতে তারা তাদের সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার করে স্থায়ী কৃষি ও আর্থসামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে। কৃষিকে বহুমাত্রিক বাণিজ্যিক রুপদানে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়াও অত্র উপজেলায় মাঠ ফসল, বিষমুক্ত সবজী চাষ প্রদর্শণীসহ মাঠদিবস উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ ও কৃষি প্রযুক্তি মেলাসহ চাহিদা ভিত্তিক অন্যান্য সম্প্রসারণ কাজ গ্রহনের মাধমে এবং টেকসই কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারনের লক্ষ্যে বর্ষব্যাপী এই পরিকল্পনা গ্রহন করা হয়েছে।

এক নজরে বাগাতিপাড়া উপজেলার কৃষি পরিসংখ্যান

ক্রঃ নং	বিবরণ		
০১	আয়তন (বর্গ কিঃ মিঃ)		১৪০.৫৯
০২	উপজেলার সংখ্যা		০১
০৩	ইউনিয়নের সংখ্যা		০৫
০৪	পৌরসভার সংখ্যা		০১
০৫	মৌজার সংখ্যা		৯৩
০৬	কৃষি ব্লকের সংখ্যা		১৬
০৭	বীজ ডিলারের সংখ্যা (বিএডিসি)		০৮
০৮	সার ডিলারের সংখ্যা (বিসিআইসি)		০৬
০৯	খুচরা সার বিক্রেতার সংখ্যা		২৩
১০	বীজ বিক্রয় কেন্দ্র (বিএডিসি)		-
১১	বীজ বিক্রয় কেন্দ্র (সাধারণ)		-
১২	মোট কৃষক পরিবার		২৭৯১০
১৩	ভূমিহীন (৫ শতাংশের নীচে)		৪৮১৪
১৪	প্রান্তিক (৫ শতাংশ থেকে ৪৯ শতাংশ)		১৫৯৩০
১৫	ক্ষুদ্র (৫০ শতাংশ থেকে ২৪৯ শতাংশ)		৩৫২২
১৬	মাঝারী (২৫০ শতাংশ থেকে ৭৪৯ শতাংশ)		৩১১৪
১৭	বড় (৭৫০ শতাংশ উপরে)		৫৩০
১২= (১৩+১৪+১৫+১৬+১৭)			২৭৯১০
১৮	মোট জমি হেঃ		১৪০৫৯
১৯	আবাদযোগ্য জমি হেঃ		১০৯৩০
২০	আবাদযোগ্য পতিত জমি হেঃ		-
২১	চরের সংখ্যা (টি)		-
২২	চরাঞ্চল হেঃ	আবাদযোগ্য চর	-
		পতিত	-
২৩	জলাভূমি হেঃ (বিল, পুকুর, ডোবা)		৩৫০
২৪	বনভুমি হেঃ (যদি থাকে)		৪০
২৫	ফল বাগান হেঃ		১৩৫৫
২৬	ইট ভাটা হেঃ		৯
২৭	বসতবাড়ি হেঃ		১৩৭৫
১৮ = (১৯+২০+২২+২৩+২৪+২৫+২৬+২৭)			১৪০৫৯
২৮	নীট ফসলী জমি		১০৯৩০
২৯	এক ফসলী জমি হেঃ		১৩৪০
৩০	দুই ফসলী জমি হেঃ		৫৩৮৫
৩১	তিন ফসলী জমি হেঃ		৪২০৫
৩২	তিন ফসলের অধিক জমি হেঃ		০
মোট ফসলী জমি হেঃ			২৪৭২৫
ফসলের নিবিড়তা (%)			২২৬.২১
৩৩	উঁচু জমি হেঃ		৬৬২৯
৩৪	মাঝারী উঁচু জমি হেঃ		৪৬৮০
৩৫	মাঝারী নিচু জমি হেঃ		২৬৮৫
৩৬	নিচু জমি হেঃ		৬৫
৩৭	অতি নিচু জমি হেঃ		-
মোট			১৪০৫৯
৩৮	বাফার গুদামের সংখ্যা		-
৩৯	বাফার গুদামের ধারণ ক্ষমতা		-
৪০	হিমাগারের সংখ্যা		০৩
৪১	হিমাগারের ধারণ ক্ষমতা (মেঃ টন)		-
৪২	রাইস মিলের সংখ্যা	অটো রাইস মিল	-
		চাতাল	৪
৪৩	হর্টিকালচার সেন্টার	সংখ্যা	-
		আয়তন হেঃ	-
৪৪	বন বিভাগের নার্সারীর সংখ্যা		০১

৪৫	বেসরকারী নার্সারীর সংখ্যা		১৪
৪৬	মোট জনসংখ্যা (২০১০-১১)		-
৪৭	মোট জনসংখ্যা (২০২১-২২)		১৫৭০৮১
৪৮	মোট খাদ্য চাহিদা (মেঃ টন)		৩২৭৫০
৪৯	মোট খাদ্য শস্য উৎপাদন (মেঃ টন)		৩৯৮৬৭
৫০	খাদ্য চাহিদা (মেঃটন)		২৯৯৫৮
৫১	মোট খাদ্য উদ্বৃত (মেঃ টন)		৯৯০৯
৫২	গভীর নলকুপের সংখ্যা	ডিজেল	-
		বিদ্যুৎ	৩৭
৫৩	অগভীর নলকুপ	ডিজেল	১৮৯০
		বিদ্যুৎ	৭০
৫৪	এল এল পি	ডিজেল	০-
		বিদ্যুৎ	০৫ (বিএমডিএ)
		সোলার	১৫
মোট সেচযন্ত্র (৫২+৫৩+৫৪)			২০১৭
৫৫	এল সি সি (সংখ্যা)		১৫০
৫৬	ট্রাক্টর(সংখ্যা)		১৫
৫৭	পাওয়ার টিলার (সংখ্যা)		৫৩৯
৫৮	ব্রিকোয়েট মেশিন (সংখ্যা)		-
৫৯	সয়েল মিনিল্যাব (সংখ্যা)		-
৬০	গুটি ইউরিয়া প্রয়োগ যন্ত্র (সংখ্যা)		-
৬১	এইজেড-১১ (উঁচু গঙ্গা প্লাবন ভূমি)		১৪০৫৯